কুকুর

হুমায়ূন আহমেদ

কুকুর

'কেমন আছেন প্রফেসর সাহেব?'

আমি মনের বিরক্তি গোপন করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বললাম, 'জি ভালো আছি।'

ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, 'বসব খানিকক্ষণ?'

'জি বসুন। আমি অবশ্যি কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরুব।'

'আমাকে কি চিনতে পারছেন?'

'জি না।'

'ঐ যে মোড়ের সিগারেটের দোকানের সামনে আলাপ হলো। আপনি সিগারেট কিনছিলেন, আমি পান।'

আমি ভদ্রলোককে চিনতে পারলাম না। মোড়ের পানের দোকানে সামান্য আলাপের পর সারা জীবন চিনে রাখব আমার স্মৃতিশক্তি এত ভালো নয়। ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, 'আমার নাম আলিমুজ্জামান। পোস্টাল সার্ভিসে ছিলাম। তিন বছর আগে রিটায়ার করেছি। এইটথ্ মে মঙ্গলবার। এখন ঘরেই থাকি। একটা বাগান করেছি।'

'ভালো, খুবই ভালো।'

ভদ্রলোক সোফায় বসেছেন। কৌতূহলী চোখে চারদিক দেখছেন। বারবার আমার বইয়ের আলমিরায় তাঁর চোখ আটকে যাচ্ছে। আমি শঙ্কিত বোধ করছি। এখনি হয়তো বলবেন, 'আপনার তো অনেক বই। কয়েকটা নিয়ে যাই। পড়ে ফেরত দেব।'

আমি এখন পর্যন্ত কাউকে দেখি নি যে বই পড়ে ফেরত দেয়। ইনিও দেবেন তা মনে হয় না। বই নেয়ার ছুঁতায় রোজ এসে বিরক্ত করবেন। আমি এমন কোনো মিশুক লোক না যে এই বুড়ো মানুষটির সঙ্গ পছন্দ করব।

'প্রফেসর সাহেব আপনি কি ভূত-প্রেত এই সব বিশ্বাস করেন?'

'জি না, করি না।'

'শুনে ভালো লাগল। আজকাল শিক্ষিত লোক দেখি এইসব বিশ্বাস করে। মনটা খারাপ হয়। মানুষ চাঁদে যাচ্ছে সেটা বিশ্বাস করছে আবার ভূতও বিশ্বাস করছে। ফিজিক্সের এক প্রফেসরের হাতে দেখেছি চারটা পাথরের আংটি।'

আমি চুপ করে রইলাম। আমার কাছ থেকে উত্তর না পেলে ভদ্রলোকের আলাপের উৎসাহ হয়তো কমে যাবে। তিনি বিদায় হবেন।

'প্রফেসর সাহেব!'

'জি।'

'আপনি কি কো-ইনসিডেন্সে বিশ্বাস করেন?'

'আপনার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'কাকতালীয় ঘটনা।'

'আমি এখনো আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারছি না।'

'আরেকদিন আপনাকে বলব। আজ মনে হচ্ছে আপনি একটু বিরক্ত। তবে ঘটনাটা বলা শুরু করলে আপনার বিরক্তি কেটে যেত।'

আমি ভদ্রলোকের কথায় সত্যিকার অর্থেই লজ্জিতবোধ করলাম। আমি বিরক্ত নিশ্চয় হয়েছি কিন্তু সেই বিরক্তি উনি ধরে ফেলবেন তা বুঝতে পারি নি। রিটায়ার্ড মানুষ। একা-একা থাকেন। কথা বলার সঙ্গী তো তাঁদেরই দরকার।

'প্রফেসর সাহেব, উঠি।'

'উঠবেন?'

'জি। আজকাল কোথাও বেশিক্ষণ বসি না। রিটায়ার্ড মানুষদের কেউ পছন্দ করে না। সবাই ভাবে সময় নষ্ট করার জন্যে গিয়েছি। তা ছাড়া মানুষদের সঙ্গ আমি নিজেও যে খুব পছন্দ করি তা না।'

'আপনি আসবেন, আপনার সঙ্গে গল্প করব। কোনো অসুবিধা নেই। আজ অবশ্যি একটু ব্যস্ত।'

'গল্পগুজব আমি তেমন পারি না। কো-ইনসিডেন্সের একটা ব্যাপার আমার জীবনে আছে– ঐ গল্প ছাড়া আমি কোনো গল্প জানি না। গল্পটা খুবই ব্যক্তিগত। এই জীবনে অল্প কয়েকজনকে বলেছি। আপনাকে কেন জানি বলার ইচ্ছা করছিল।'

'অবশ্যই বলবেন।'

'আপনি যদি দয়া করে একটু বারান্দায় আসেন তাহলে আমার বাসাটা আপনাকে দেখাতাম। হঠাৎ কোনো একদিন চলে এলে ভালো লাগত।'

আমি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ভদ্রলোক হাত উঁচু করে দেয়াল দিয়ে ঘেরা একতলা একটি বাড়ি দেখালেন। পুরনো বাড়ি। দোতলার কাজ শুরু করা হয়েছিল। শেষ হয় নি। বাড়ির সামনে দু'টা জড়াজড়ি কাঁঠাল গাছ।

'একদিন যদি আসেন আপনার ভালো লাগবে। আমার জীবনের কো-ইনসিডেন্সের ঘটনাটাও শুনবেন।'

'জি, আচ্ছা, একদিন যাব।'

'আমার নামটা আপনার মনে আছে তো?'

'জি আছে।'

'নামটা বলুন তো?'

আমি দ্বিতীয়বার লজ্জা পেলাম। কারণ, ভদ্রলোকের নাম কিছুতেই মনে করতে পারলাম না।

ভদ্রলোকের স্বভাবও এমন বিচিত্র যে, আমার লজ্জা বুঝতে পেরেও জবাবের জন্যে মাথা নিচু করে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'নামটা বোধহয় আপনার মনে পড়ছে না, তাই না?'

'জি না।'

'মনে থাকার কথাও না। আন-কমন নাম মানুষের মনে থাকে। আমার নাম খুবই কমন– আলিমুজ্জামান। একদিন আসবেন আমার বাসায় দয়া করে। ঘটনাটা বলব। শুনতে আপনার খারাপ লাগবে না।'

'জি আচ্ছা, আমি যাব। খুব শিগগিরই একদিন যাব।'

এক বৃহস্পতিবার বিকেলে ভদ্রলোকের বাসায় উপস্থিত হলাম। গল্প শোনার আগ্রহে নয়। লজ্জা কাটানোর জন্যে। ভদ্রলোক ঐ দিন আমাকে খুব লজ্জায় ফেলে দিলেন।

বাসায় ঢুকে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। সাধারণ একটা বসার ঘর। বেতের কয়েকটা চেয়ার। দেয়ালজোড়া বইয়ের আলমিরা। খুব কম করে হলেও হাজার পনেরো বই ভদ্রলোকের সংগ্রহে আছে। কারো ব্যক্তিগত সংগ্রহে এত বই থাকে আমার জানা ছিল না। নিজের অজান্তেই আমি বললাম– 'অপূর্ব!'

ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন– 'বলেছিলাম না, আমার বাসায় এলে আপনার ভালো লাগবে।'

'আপনার বইয়ের সংখ্যা কত?'

'ষোল হাজারের কিছু বেশি। আমার শোবার ঘরেও বেশ কিছু বই আছে। আপনাকে দেখাব।'

'সব আপনার নিজের সংগ্রহ?'

কিছু কিছু মানুষ আছে পশু-প্রেমিক। কুকুর-বেড়াল, গরু-ভেড়া এই সব জন্তুর প্রতি তাদের অসাধারণ মমতা। রাস্তায় একজন ভিখারি চিৎকার করে কাঁদলে সে ভিখিরির কাছে এগিয়ে যাবে না। কিন্তু একটা বিড়াল কুঁইকুঁই করে কাঁদলে ছুটে যাবে, বিড়ালটাকে পানি খাওয়াবে।

আপনাকে শুরুতেই বলে রাখি– আমি এ-রকম কোনো পশু-প্রেমিক না। কুকুর বেড়াল এইসব আমার অপছন্দের প্রাণী। একটা গরু বা ভেড়ার গায়ে আমি হাত দিতে পারি কিন্তু কুকুর বা বেড়ালের গায়ে হাত দিতে আমার ঘেন্না লাগে। তা ছাড়া ডিপথেরিয়া, জলাতঙ্ক এইসব অসুখ এদের মাধ্যমে ছড়ায়– এটাও আমি সব সময় মনে রাখি।

যাই হোক, মূল, গল্পে ফিরে যাই। আমি তখন ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। শীতকাল। কলেজে প্রাকটিক্যাল শেষ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। তখন পড়ি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। আমাদের বাসা ঠাকুরপাড়ায়।

একদিন বাসায় ফিরছি। দিনটা মনে আছে– বুধবার। সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। গায়ে গরম কাপড় ছিল না। প্রচণ্ড শীত লাগছে। বাসার কাছাকাছি এসে দেখি পাড়ার তিন-চারটা ছেলে কাগজ, শুকনো কাঠ এইসব জড়ো করে আগুন করছে। আমাদের সামনের বাসার নান্টুকেও দেখা গেল। মহা ত্যাঁদড় ছেলে। তার হাতে একটা কুকুরছানা। ছানাটার গায়ে কাপড় জড়ানো। শুধু মুখ বের হয়ে আছে। কুকুরছানা আরামে কুঁইকুঁই করছে।

আমি বললাম, 'কী হচ্ছে রে নান্টু?'

নান্টু দাঁত বের করে হাসল। অন্য একজন বলল, 'নান্টু কুকুরকে কম্বল পরিয়েছে। শীত লাগে তো এই জন্যে।' দলের বাকি সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। ছেলেগুলির বয়স দশ থেকে এগারোর মধ্যে। এই বয়সের বালকরা সব সময় খুব আনন্দে থাকে। নানা জায়গা থেকে আনন্দের উপকরণ সংগ্রহ করে। কুকুরকে কাপড় দিয়ে মোড়া হয়েছে এতেই তাদের আনন্দের সীমা নেই।

মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি হচ্ছে আনন্দে অংশগ্রহণ করা। আমি ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম আমার এগিয়ে যাওয়াটা কেউ তেমন পছন্দ করছে না। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। হয়তো তারা চায় না ছোটদের খেলায় বড়রা অংশগ্রহণ করুক। নান্টুকে খুবই বিরক্ত মনে হলো।

ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ানো মাত্র কেরোসিনের গন্ধ পেলাম। হয়তো বাসা থেকে কেরোসিন এনে কেরোসিন ঢেলে আগুন করেছে। বালকরা কায়দা-কানুন করতে খুব ভালোবাসে।

'কেরোসিন দিয়েছিস না কি?'

কেউ কোনো জবাব দিল না। নান্টুর মুখ কঠিন হয়ে গেল। আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। নান্টু বলল, 'আপনি চলে যান।'

তার গলা কঠিন। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। তাকিয়ে দেখি নান্টুর কোলের ককুরছানা ভিজে চুপচুপ করছে। বুকটা ধ্বক করে উঠল। এরা কুকুরছানাটার গায়ের কাপড় কেরোসিন দিয়ে চুবিয়েছে না-কি? নতুন কোনো খেলা? একে আগুনে ছেড়ে দেবে না তো? শিশুরা মাঝে-মাঝে নিষ্ঠুর খেলায় মেতে ওঠে। আমি কড়া গলায় বললাম, 'এই নান্টু, তুই কুকুরটার গায়ে কেরোসিন ঢেলেছিস?'

নান্টু কঠিন মুখে বলল, 'তাতে আপনার কী?'

'কেন কেরোসিন ঢাললি?'

নান্টু কিছু বলল না। অন্য একজন বলল, 'কুকুরটা আগুনের মধ্যে ছাড়বে। এর গলায় ঘুংঘুর বাঁধা আছে। আগুনে ছাড়লে এর গায়ে আগুন লাগবে আর সে দৌড়াবে। ঘুংঘুর বাজবে। যত তাড়াতাড়ি দৌড়াবে তত তাড়াতাড়ি ঘুংঘুর বাজবে। এইটাই মজা।'

আমি হতভম্ব। এরা বলে কি! ছেলেটার কথা শেষ হবার আগেই নান্টু কুকুরছানাটা আগুনে ফেলে দিল। দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। কুকুরছানা দৌড়াল না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। হয়তো-বা সে মানুষের নিষ্ঠুরতায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

আমি আগুনের উপর লাফিয়ে পড়লাম। আমার শার্টে আগুন ধরে গেল। প্যান্টে আগুন ধরে গেল। এইসব কিছুই গ্রাহ্য করলাম না। আমার একমাত্র চিন্তা বাচ্চাটাকে আগুন থেকে বের করতে হবে।

আলিমুজ্জামান সাহেব থামলেন।

আমি বললাম, 'বের করতে পেরেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'বাচ্চাটা বেঁচেছিল?'

'না বাঁচে নি। বাঁচার কথাও না। আমার গায়ে থার্ডডিগ্রি বার্ন হয়ে গেল। কুমিল্লা মেডিকেলে কিছুদিন থাকলাম। তারপর আমাকে পাঠানো হলো ঢাকা মেডিকেল কলেজে। দু'মাসের উপর হাসপাতালে থাকতে হলো। এক পর্যায়ে ডাক্তাররা আমাকে বাঁচানোর আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। সেই সময় বার্ন-এর চিকিৎসার তেমন ব্যবস্থা ছিল না। স্কিন গ্রাফটিং হতো না। অল্পতেই শরীরে ইনফেকশন হয়ে যেত। যাই হোক, বেঁচে গেলাম। তবে সেই বছর পরীক্ষা দিতে পারলাম না।'

আলিমুজ্জামান সাহেব নিশ্বাস নেবার জন্যে থামামাত্র আমি বললাম, 'আপনি একজন অসাধারণ মানুষ।'

'মোটেই না। আমাকে বোকা বলতে পারেন। সামান্য একটা কুকরছানার জন্যে নিজের জীবন যেতে বসেছিল। তখন সবাই আমার বোকামির কথাটা আলোচনা করত। আমার নিজেরও মাঝে-মাঝে মনে হয়েছে হয়তো বোকামিই করেছি। একজন মানুষের জীবন কুকুরের জীবনের চেয়ে অবশ্যই মূল্যবান।'

'আপনার গল্প শুনে মুগ্ধ হয়েছি।'

'এটা কিন্তু গল্প না। এটা গল্পের ভূমিকা– মূল গল্প এখন বলব।'

ঢাকা থেকে সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরেছি। শরীর তখনো খুব দুর্বল। ডাক্তার বলে দিয়েছে প্রচুর রেস্ট নিতে। শুয়ে বসেই দিন কাটছে। আমার ঘর দোতলায়। মাথার কাছে বিরাট জানালা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শুয়ে থাকতে খুব খারাপ লাগে না।

এক রাতের কথা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। ফকফকে জ্যোৎস্না। এই জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। রাজ্যের কুকুর এসে জড়ো হয়েছে বাসার সামনে। কেউ কোনো সাড়াশব্দ করছে না বা ছোটাছুটি করছে না। সব ক'টা মূর্তির মতো বসে আছে। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ব্যাপারটা কি!

একসঙ্গে এতগুলি কুকুর আমি এর আগে কখনো দেখি নি। এদের এই জাতীয় আচরণের কথাও শুনি নি। আমাকে তাকাতে দেখে এরা সবাই মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি– দেখি, হঠাৎ তাদের মধ্যে এক ধরনের চাঞ্চল্য দেখা গেল। এরা একে-একে চলে গেল। যেন ওদের কোনো গোপন অনুষ্ঠান ছিল, অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে– এখন চলে যাচ্ছে।

এই ব্যাপার মাঝে-মাঝে ঘটতে লাগল। নির্দিষ্ট কোনো সময় না। মাসে একবার কিংবা দু'মাসে একবার এরকম হয়।

এ-রকম একটা ঘটনা চাপা থাকার কথা নয়। সবাই জেনে গেল। অনেকেই দুপুর-রাতে কুকুরের দল দেখতে আসত। খবরের কাগজেও ঘটনাটা উঠেছিল। দৈনিক আজাদে। ক্যাপশন ছিল– কুকুরের কাণ্ড।

আমার ছোট বোন আমাকে খুব ক্ষেপাত। সে বলত কুকুরের জন্যে তুমি জীবন দিতে যাচ্ছিলে। কাজেই তারা তোমাকে তাদের রাজা বানিয়েছে। তুমি হচ্ছ "কুকুর-রাজা"।

আমার বাবা পরের বছর বদলি হয়ে পাবনা চলে গেলেন। আমিও বাবার সাথে গেলাম। সেখানেও একই কাণ্ড। এক মাস দু'মাস পরপর হঠাৎ রাজ্যের কুকুর বাসার সামনে এসে জড়ো হয়। মূর্তির মতো চুপচাপ বসে থাকে। একবার আমার চোখ পড়ামাত্র মাথা নিচু করে চলে যায়। যেখানে গিয়েছি এই কাণ্ড ঘটছে। যেন কোনো এক অদ্ভুত উপায়ে কুকুররা আমার খবর পৌঁছে দিয়েছে। শুধু তাই না, আমার মনে হয় কুকুররা আমাকে পাহারা দেয়। আমি যখন রাস্তায় হাঁটি, একটা-দুটা কুকুর সবসময় আমার সঙ্গে থাকে।

আজ আমার বয়স সাতষট্টি। আজও এই ব্যাপার ঘটছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'বলেন কি?'

'যা বলছি তার মধ্যে এক বর্ণ মিথ্যা নেই। তবে কুকুরের সভা আগের মতো ঘনঘন হয় না। ছ' মাসে এক বছরে একবার হয়। তবে হয়। কুকুরের ভাষা আমি জানি না। জানলে জিজ্ঞেস করতাম তোমরা কী চাও? এইসব কেন তোমরা কর?'

'ব্যাপারটা কি আপনার পছন্দ হয় না?'

'না, পছন্দ হয় না। একদিন দু'দিনের ব্যাপার হলে হয়তো পছন্দ হতো। একদিন-দু'দিনের ব্যাপার তো নয়। দিনের পর দিন ঘটছে।'

'ভবিষ্যতে আবারও হবে বলে কি আপনার ধারণা?'

'হ্যাঁ হবে। আজ রাতেও হতে পারে। আপনি কি দেখতে চান?'

বলতে বলতে আলিমুজ্জামান সাহেবের চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে গেল। যেন তিনি প্রচণ্ড রাগ করছেন। যেন এই মুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠবেন। আমি বললাম, 'আপনি মনে হয় পুরো ব্যাপারটায় খুব আফসেট। এতে আফসেট হবার কিছু নেই। পশুরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে– এতে রাগ হবার কী আছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অধিকার নিশ্চয়ই পশুদেরও আছে।'

'এটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো ব্যাপার নয়। এটা একটা ভৌতিক ব্যাপার। সুপার ন্যাচারাল ব্যাপার।'

এর মধ্যে সুপার ন্যাচারালের অংশ কোন্‌টি?

'পুরো ব্যাপারটাই সুপার ন্যাচারাল। এই অংশটি আপনাকে বলি নি বলে আপনি বুঝতে পারছেন না।'

'বলুন শুনি।'

'যে কুকুরছানাটিকে আমি বাঁচাতে চেয়েছিলাম সেই কুকুরছানাটি দলটার মধ্যে সব সময় থাকে। পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া একটা কুকুর। গলায় ঘুংঘুর বাঁধা। কুকুরছানাটা মাথা দুলায় আর ঘুংঘুরের শব্দ হয়।'

'আপনি ছাড়া অন্যরাও কি এই কুকুরছানাটা দেখে?'

'না, আর কেউ দেখতে পায় না। শুধু আমি দেখতে পাই। দেখুন ভাই, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র না। আমার বিষয় ইতিহাস। তবু অবৈজ্ঞানিক কোনো কিছুই আমি আমার জীবনে গ্রহণ করি নি। ভূত-প্রেত, ঝাড় ফুঁক, পীর ফকির কিছুই না। অথচ সেই আমাকেই কিনা সারাজীবন একটা অতিপ্রাকৃত বিষয় হজম করে যেতে হচ্ছে।'

আমি বললাম, আবার কখনো এরকম কিছু হলে আপনি দয়া করে আমাকে খবর দেবেন। তিনি জবাব দিলেন না।

আমি বিদায় নিয়ে চলে এলাম। তার পাঁচ মাস পর রাত দুটোয় টেলিফোন বেজে উঠল। আলিমুজ্জামান সাহেব টেলিফোন করেছেন। তিনি কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, 'ওরা এসেছে। আপনি কি আসবেন?'

শ্রাবণ মাসের রাত। বাইরে ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। বাড়ির বাইরে পা দিলেই এক হাঁটু পানি। এমন দুর্যোগের রাতে কোথাও যাবার প্রশ্নই ওঠে না। আমি টেলিফোন নামিয়ে বিছানায় চাদরের নিচে ঢুকে পড়লাম।